গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-১ অধিশাখা

বিষয়ঃ ঢাকার বাহিরে সরকারি হাসপাতালসমূহে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মন্ত্রী স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
সভার স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, ভবন নং ৩, কক্ষ নং ৩৩২, ৪র্থ তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
সভার তারিখ	:	১৪-০৫-২০১৯খ্রিঃ
সভার সময়	:	দুপুর ১২.০০টা

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট 'ক'

১.০ আলোচনাঃ

১.১ সভাপতি উপস্থিত সকলকে পবিত্র রমজান মাসের শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) অদ্যকার সভা আহবানের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন। তিনি বলেন গতকাল ঢাকার বিভিন্ন হাসপাতালের পরিচালকবৃন্দকে নিয়ে স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়নে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। গঠনমূলক আলোচনার জন্য তিনি চিকিৎসক/কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপস্থিতি, যন্ত্রপাতির সুষ্ঠু মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ, হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, জনবল, হাসপাতালে আগত রোগীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ, বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহকরণ, প্রতিটি হাসপাতালের অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের বিষয়ে সকলকে তাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বক্তব্য প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১.২ সভাপতি বলেন, আগামী বছর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন নির্দেশনা পাওয়া গেছে। এ মন্ত্রণালয় হতেও অনেক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সকলে মিলে উক্ত পরিকল্পনা যথাযথ মর্যাদার সাথে বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবল, যন্ত্রপাতির (ভারী এবং হালকা) অবস্থা সম্পর্কে জানতে চান। তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি কোনভাবেই অচল রাখা যাবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মেরামত করে সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন অবকাঠামো মেরামত, ভারী যন্ত্রপাতি ও এমএসআর খাতে বরাদ্দের প্রয়োজন হলে বছরের শুরুতে (জুলাই মাসের মধ্যে) লিখিতভাবে মন্ত্রণালয়ে চাহিদা প্রেরণ করতে হবে। তিনি এডিপি যথা সময়ে বাস্তবায়নের উপরও জোর দেন। হাসপাতালসমূহ পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে সভাপতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়া হাসপাতালে রোগীদের কষ্ট লাগবের জন্য পর্যাপ্ত লাইট ও ফ্যানের ব্যবস্থা রাখার পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি বলেন আই.সি.ইউ ভেন্টিলেটর ওয়েল ইক্যুইপ্ট হতে হবে। তিনি মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য হাসপাতালে ভিজিটর নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ভিজিটরদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্ড চালু করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আউটডোর এবং ইমারজেন্সী চিকিৎসার গুণগত মান বৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করেন। সে লক্ষ্যে আউটডোর এবং ইমারজেন্সীতে পর্যাপ্ত জনবলের ব্যবস্থা রাখার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। আগামীতে এই ধরণের সভা ১/২ মাস পর পর আয়োজন করা হবে মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১.৩ পরিচালক, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, এ হাসপাতালে দর্শনার্থী প্রবেশের জন্য কার্ড সিষ্টেম চালু আছে। তিনি নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করার লক্ষ্যে আনসার সদস্য বাড়ানোর বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন৫০০ শয্যার জনবল দ্বারা বর্তমানে ১৩১৩ শয্যার সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ হাসপাতালে কমপক্ষে ১২০০ ক্লিনার প্রয়োজন কিন্তু আছে মাত্র ৪০০ জন। অতিরিক্ত রোগীর চাপ মোকাবেলার জন্য ক্লিনার নিয়োগ করা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। এছাড়া নতুন একটি লিষ্ট স্থাপনে বরাদ্দ প্রদানের জন্য তিনি অনুরোধ জানান। অচল যন্ত্রপাতি নিমিউ কর্তৃক মেরামত করতে কালক্ষেপণ হওয়ায় হাসপাতালের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় মেরামত কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়েমন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান।

১.৪ পরিচালক, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বলেন, এটি ঢাকার বাইরে একমাত্র চক্ষু হাসপাতাল। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠানে ডাক্তার ৪১ জন, নার্স ১৪৭ জন। প্রতি মাসে এ প্রতিষ্ঠানে ৪০০ থেকে ৫০০ অপারেশন করা হয়। এ হাসপাতালের পরিস্কার পরিছন্নতা ভাল। এ হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এর জিজ্ঞাসার প্রেক্ষিতে পরিচালক বলেন, কমিউনিটি ভিশন সেন্টারের মাধ্যমে ডাক্তার ও নার্স ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী ৮টি জেলার ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আগত চক্ষু রোগীদের সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অরবিস ইন্টারন্যাশনাল এর সাথে এমওইউ স্বাক্ষর হয়েছে। অরবিস কর্তৃপক্ষ জনবল প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষক পাঠাবে মর্মে তিনি সভাকে অবগত করেন।

১.৫ পরিচালক, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালপরিচালক হিসেবে পদায়ন করায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। যোগদানের পরে তিনি হাসপাতালে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে পেরেছেন। তিনি বলেন হাসপাতালের সিটি স্ক্যান মেশিন এবং ডায়ালাইসিস মেশিন অচল। ডেন্টাল ইউনিট দরকার। হাসপাতালটিতে ১০০০ শয্যার হলেও প্রতিদিন গড়ে ২৫০০ রোগী ভর্তি থাকে। তিনি আরোও বলেন বার্ন ইউনিটে মাত্র ১ জন প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না।

১.৬ পরিচালক, শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল বলেন, হাসপাতালের সার্বিক পরিবেশ পূর্বের চেয়ে ভালো। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে চুরি রোধ করা সম্ভব হচ্ছে। বায়োমেটিক মেশিন স্থাপন এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে কর্মরতদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হচ্ছে। তিনি বলেন প্রতিদিন গড়ে প্রায় ১৫০০ জন রোগী ভর্তি থাকে। হাসপাতালে ডাক্তারের সংখ্যা ১১১ জন যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এমআরআই মেশিন এবং কোবাল্ট-৬০ মেশিন বেশ কিছুদিন ধরে অচল হয়ে রয়েছে।তিনি জানানঅচল যন্ত্রপাতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে মেরামত করতে পারলে সেবার মান বৃদ্ধি পেত। । এ হাসপাতালে একটি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্লান্ট প্রয়োজন মর্মে তিনি উল্লেখ করেন।

১.৭ পরিচালক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা বলেন, এ হাসপাতালে বহি:বিভাগে প্রতিদিন গড়ে রোগীর সংখ্যা ৬০০/৭০০ জন। প্রতিদিন তিন শিফটে ৭০ জন রোগীকে ডায়ালাইসিস দেয়া হয়। তিনি ডায়ালাইসিস শয্যা বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান।

১.৮ পরিচালক, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, ৫০০ শয্যার হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ১০০০ জন। হাসপাতালে জায়গার অভাবে ভর্তি রোগীদের কষ্ট হয়। হাসপাতালের পুরাতন ভবন সংস্কারের জন্য পিডব্লিউডি কে জানানো হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আইসিইউ ও সিটি স্ক্যান মেশিন চালু করতে হলে নতুন বিদ্যুৎ লাইন সংযোগ প্রয়োজন।

১.৯ পরিচালক, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বলেন, প্রতিটি হাসপাতালের জন্য একটি মাস্টার প্ল্যান থাকা প্রয়োজন। হাসপাতালের সিটি স্ক্যান মেশিনটি অচল অবস্থায় আছে মর্মে তিনি জানান। মেশিনটি মেরামতের জন্য প্রথমে ১৭ লক্ষ টাকার প্রাক্কলন দাখিল করা হয়। পরে ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমে সংশোধিত প্রাক্কলন ১৪ লক্ষ টাকা দাখিল করা হয়। সংশোধিত প্রাক্কলিত দরে মেশিনটি মেরামত করা প্রয়োজন। জনবলের পদ সৃষ্টির মাধ্যমে সেবার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব মর্মে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন সরকারিভাবে রোগীদের আইভি স্যালাইন প্রদান করা হয়না বিধায় রোগীদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হয়। আইভি স্যালাইনের মূল্য খুব বেশি না হওয়ায় সরকারিভাবে রোগীদের সরবরাহ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। এছাড়া জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ভবনসমূহ যাতে খালি পড়ে না থাকে সে বিষয়ে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

১.১০ পরিচালক, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া বলেন, ৫০০ শয্যার হাসপাতালে গড়ে প্রতিদিন ১৪০০ রোগী ভর্তি থাকে। তিনি জরুরি ভিত্তিতে শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়ে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেন।সে লক্ষ্যে বর্তমান ৫ তলা বিশিষ্ট ভবনটি ১০ তলা পর্যন্ত ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করা যেতে পারে মর্মে তার অভিমত ব্যক্ত করেন।তিনি নার্স সংকটের কথা উল্লেখ করে বলেন জরুরী ভিত্তিতে এ হাসপাতালে ২০০ জন নার্সের পদায়ন করা প্রয়োজন।

১.১১ পরিচালক, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট বলেন, এ হাসপাতালে স্বাস্থ্য সেবার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ সরবরাহ নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে ৯০০ শয্যার হাসপাতাল হলেও ৫০০ শয্যার হাসপাতালের জনবল দ্বারা সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জনবলের সংকট প্রকট হওয়ায় মানসম্মত সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। জরুরী ভিত্তিতে অন্যান্য জনবলসহ ১০০ জন নার্স পদায়ন প্রয়োজন।

১.১২ বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বরিশাল বলেন, বরিশাল বিভাগে চিকিৎসক সংকট অত্যধিক। ভোলা ও পটুয়াখালী সদর হাসপাতালের ২৫০ শয্যায় উন্নীতকরণের অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া বরিশাল সদর হাসপাতাল চত্বরে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের কিছু জায়গা থাকার কারণে ২৫০ শয্যার নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। সদর হাসপাতাল

বরগুনাতে গাইনোকোলজিষ্ট পদটি শূন্য রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে তিনি ০১ জন গাইনোকোলজিষ্ট পদায়নের জন্য অনুরোধ জানান। বায়োমেট্রিক মেশিন স্থাপন এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে হাসপাতালে উপস্থিতির হার বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি হাসপাতালের সার্বিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ভাল। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম তদারকি করার জন্য বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), বরিশাল এর জন্য একটি গাড়ী বরাদ্দ দেয়া প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১.১৩ বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ময়মনসিংহ বলেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসিক মেডিকেল অফিসারদের ভারপ্রাপ্ত না রেখে সরাসরি পদায়ন করা গেলে সেবার মান বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন নতুন বিভাগ হওয়ায় এ বিভাগের অর্গানোগ্রাম হয়নি। জরুরি ভিত্তিতে পদ সৃজন করে জনবল পদায়নের জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

১.১৪ পরিচালক, শহীদ তাজউদ্দিন আহম্মদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর বলেন, এ হাসপাতালে ৭ টি ডায়ালাইসিস মেশিন আছে। কিন্তু নেফ্রোলজিষ্ট মাত্র ১ জন। কর্মকর্তাগণের যাতায়াতের জন্য কোন যানবাহন নেই। ২ টি এ্যাম্বুলেন্স আছে কিন্তু ড্রাইভার আছে মাত্র ১ জন। তিনি আরোও বলেন বর্তমানে এ হাসপাতালে ৪০ জন ইন্টার্নীশীপচিকিৎসক নিয়োজিত আছেন। তাদের জন্য ভাতা বরাদ্দ না থাকায় আসন্ন পবিত্র ঈদ উল ফিতর এর পূর্বে ভাতা বরাদ্দ প্রদানের জন্য তিনি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

১.১৫ তত্ত্বাবধায়ক, খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), খুলনা, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), চট্টগ্রাম, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), সিলেট, পরিচালক, এম. আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর, বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), রংপুরতাদের নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের জনবল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহনের সমস্যা সম্পর্কে সভাকে অবগত করেন। সভাপতি তাদের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে লিখিত ভাবে চাহিদা প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১.১৬ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, উপস্থিত পরিচালক মহোদয় এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত সকল কর্মকর্তাগণের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি সেবা প্রদানের লক্ষ্য অর্জিত হবে। স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য উপজেলার আবাসিক মেডিকেল অফিসারগণের আপগ্রেডেশন করা প্রয়োজন। তিনি বলেন জরুরী বিভাগ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ সৃজন করতে হবে। রোগীদের সরকারি ঔষধ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যাতে কোন অভিযোগ না পাওয়া যায় সেদিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়ার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি আরোও বলেন অদ্যকার সভার আলোচিত সমস্যাসমূহ যাতে আগামী সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

২.০ বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নরুপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

২.১ জরুরী বিভাগ সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক পদ সৃষ্টি করতে হবে।

২.২ উপজেলার আবাসিক মেডিকেল অফিসারগণের পদ আপগ্রেডেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

২.৩ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যথাযথভাবে এডিবি বাস্তবায়ন করতে হবে।

২.৪ বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপনের লক্ষ্যে সকলকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।

২.৫ সকল হাসপাতালে দর্শনার্থী নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। সকল হাসপাতালে দর্শনার্থী কার্ড প্রথা চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।

২.৬ হাসপাতালের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। আউটসোর্সিং এ লোক নিয়োগ ও ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে কোন জটিলতা থাকলে নীতিমালা অনুসরণ করে দ্রুত নিরসন করতে হবে।

২.৭ হাসপাতালের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।

২.৮ সরকারিভাবে রোগীদের আইভি স্যালাইন প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে। এক্ষেত্রে স্যালাইনের সরবরাহ ঘাটতি হলে মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় অনুমোদন নিয়ে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহন করতে হবে।

২.৯ জেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাগণের সরকারি আবাসিক ভবন যাতে খালি পড়ে না থাকে সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। কোন জেলায় কি পরিমাণ সরকারি আবাসিক ভবন অবহেলিত আছে জরুরী ভিত্তিতে তার তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

৩.০ সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(জাহিদ মালেক)
মন্ত্রী
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

স্মারক নং-৪৫.১৫৫.১১৪.০০.০০.০০৬.২০১৫(অংশ)-৩৩৭ তারিখঃ-২৩-০৫-২০১৯ খ্রিঃ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থেঃ

১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা(সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরণ ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)।
২। মহাপরিচালক, নার্সিং ও মিডওয়াইফারী অধিদপ্তর, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩। পরিচালক (প্রশাসন/হাসপাতাল ও ক্লিনিকসমূহ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
৪। বিভাগীয় পরিচালক (স্বাস্থ্য), ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/সিলেট/খুলনা।
৫। পরিচালক, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম/রাজশাহী/শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল/রংপুর/ময়মনসিংহ/সিলেট এম.এ.জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল/খুলনা/কুমিল্লা/এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, দিনাজপুর/ফরিদপুর/শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বগুড়া/শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর/সাতক্ষীরা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সাতক্ষীরা।
৬। পরিচালক, শহীদ শেখ আবু নাসের বিশেষায়িত হাসপাতাল, খুলনা/মানসিক হাসপাতাল, পাবনা/শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতাল ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, গোপালগঞ্জ।
৭। সিস্টেম এনালিষ্ট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (তাকে ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

২৩/৫/১৯

(মো: আবু রায়হান মিঞা)
উপ-সচিব
ফোনঃ ৯৫৫৬৯৮৯

অনুলিপি সদয় কার্যার্থে:

১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫। অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬। যুগ্ম সচিব (সঃ স্বাঃ ব্যঃ) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ঢাকা।